ভোরের কাগজ

তারিখ ... 23 DEC 2002
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া গতকাল নগরীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বেগম রোকেয়া পদক-২০০২ প্রদান করেন -পিআইডি

রোকেয়া পদক বিতরণকালে প্রধানমন্ত্রী

মেয়েদের অন্ধকারে ফেলে রেখে জাতির অগ্রগতি হবে না

দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয় দুজন বর্ষীয়ান নারীকে রোকেয়া পদক দিয়েছেন। গতকাল ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এ পদক বিতরণকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মেয়েদের পশ্চাতে, অন্ধকারে ফেলে রাখলে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দেশের আলোকায়ন ঘটবে না।' তিনি দেশের মহিলাদের উন্নয়নে দলমত নির্বিশেষে সকলকে ভূমিকা রাখার জন্য আহ্বান জানান। ইউএনবি।

সমাজে উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য মেয়েদের উৎসাহিত করতে বিশিষ্ট নারী ব্যক্তিত্বদের সম্মানে ভূষিত করতে ১৯৯৫ সালে বিএনপি সরকার রোকেয়া পদক চালু করে।

এ বছর দুজন বিশিষ্ট নারী ব্যক্তিত্বকে রোকেয়া পদকে ভূষিত করা হলো। এরা হলো : বর্ষীয়ান চিকিৎসক অধ্যাপিকা ড. জোহরা বেগম কাজী এবং অধ্যাপিকা বেগম আখতার ইমাম।

উপমহাদেশের প্রথম বাঙালি মুসলমান মহিলা চিকিৎসক ও শিক্ষক ৯০ বছর বয়স্ক ড. জোহরা বেগম কাজীকে চিকিৎসাবিজ্ঞান, বিশেষত ধাত্রীবিদ্যায় ভূমিকা রাখার জন্য রোকেয়া পদকে ভূষিত করা হয়। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ধাত্রীবিদ্যা বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

ঢাকা কলেজের প্রথম মহিলা শিক্ষক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের প্রথম প্রভোস্ট অধ্যাপিকা বেগম আখতার ইমামকে শিক্ষা ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার জন্য এ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। তার বয়স এখন ৮৫। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে প্রথম বিভাগে সম্মান ডিগ্রি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

মেয়েদের অন্ধকারে ফেলে রেখে

● শেষের পাতার পর থেকে প্রথম বিভাগে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন্

প্রধানমন্ত্রী বিপুল করতালির মধ্যে এ দুজন মহিলা ব্যক্তিত্বের হাতে স্বর্ণপদক ও প্রশংসাপত্র তুলে দেন।

পুরস্কার গ্রহণের পর প্রতিক্রিয়ায় ড. জোহরা কাজী বলেন, সরকারের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেয়ে তিনি সম্মানিত বোধ করছেন। তিনি আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেন, 'এ মুহূর্তের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না।' ড. জোহরা বলেন, দেশের কল্যাণে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নিয়োজিত করার ব্যাপারে তার পিতার শিক্ষা তাকে ভীষণভাবে উৎসাহিত করেছে।

বেগম আখতার ইমাম বলেন, 'জাতীয়ভাবে দেশের সেরা নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার এ দিনটি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন।'

পুরস্কারপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শুধু নারীরাই নয়, গোটা জাতি চিরদিন এ দুজনের অবদান স্মরণ রাখবে।